

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

6622 - ইসলামে ইবাদত বা দাসত্বের তাৎপর্য

প্রশ্ন

ইসলামে উবুদয়্যিত তথা আল্লাহর দাসত্ব ও মানুষের দাসত্বের স্বরূপ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন আশা করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমান একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কতিবাসে স্পষ্ট নির্দেশে দিয়েছেন এবং তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশে দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা (দাসত্ব) কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।” [সূরা নাহল, ১৬:৩৬] عُبُودِيَّة (উবুদয়্যিহা) শব্দটি تَعْبِيد (তা'বীদ) শব্দ হতে উদ্ভূত। কোন একটি অমসৃণ রাস্তাকে পদদলতি করে চলার উপযুক্ত করা হলে তখন বলা হয়: عَبَّدْتُ الطَّرِيقَ। আল্লাহর জন্য বান্দার দাসত্বের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি 'আম' তথা সাধারণ। অপরটি 'খাস' তথা বিশেষ।

যদি عُبُودِيَّة দ্বারা مُعَبَّد তথা করায়ত্ব-অধীন-বশীভূত এ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তখন এ দাসত্বের পরধি অতি ব্যাপক। মহাবশিবে আল্লাহর যত সৃষ্টি রয়েছে সকল সৃষ্টি এ দাসত্বের আওতায় এসে যায়। চলন্ত-স্থির, শুষ্ক-ভিজা, বুদ্ধিমান-নির্বোধ, মুমনি-কাফরি, সৎকর্মশীল-পাপী... সকলই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর বশীভূত এবং তাঁর পরিচালনাধীন। একটা নির্ধারণী সীমানায় এসে সকলকে থামে যেতে হয়।

আর যদি عَبْد (আবদ) দ্বারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আজ্ঞাবহ, তাঁর দাসত্বস্বীকারকারী কাউকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এ দাসত্বের আওতায় শুধু মুমনিগণ পড়ে, কাফরেরো নয়। কেননা মুমনিরাই হলো আল্লাহর প্রকৃত দাস। যারা একমাত্র তাঁকে তাদের প্রতাপালক হিসেবে মানবে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) করবে। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। যমেনটা আল্লাহ তায়ালা ইবলসিরে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)

## سورة الحجر

“সে (ইবলসি) বললো, হে আমার প্রতাপিলক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন, তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নকিট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং তাদের সকলকেই আমি বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনষিষ্ঠ দাসগণ (বান্দাগণ) ছাড়া। তিনি (আল্লাহ) বললেন: এটাই আমার নকিট পট্টোহার সরল পথ। বিভিন্নতাদের মধ্যে হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (একনষিষ্ঠ) দাসদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না।” [সূরা হজির ৩৯-৪২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে প্রকার দাসত্ব তথা ইবাদতের আদশে নাযলি করছেন সেটো হলো- “এমন একটা বিষয় যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পছন্দনীয় সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার অপছন্দনীয় সবকিছুকে বের করে দেয়। ইবাদতের এ পরিচয়ের আওতায় শাহাদাতাইন (কালমি ও রসিলাতের দুইটি সাক্ষ্যবাণী), সালাত, হজ্ব, সিয়াম, জহাদ, সৎকাজের আদশে, অসৎকাজের নষিধে, আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফরেশেতা-রাসূল-শযে বচিরের দিনের প্রতি ঈমান... ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ ইবাদতের মূল ভিত্তি হলো ‘ইখলাস’। অর্থাৎ বান্দাহ সকল কাজের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তিকামনা করবে। ইরশাদ হচ্ছে- “আর সে আগুন থেকে রক্ষা পাবে; যে পরম মুত্তাকী। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে। তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতদিন হিসেবে নয়। বরং তার মহান প্রতাপিলকের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায় এবং সেতো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।” [সূরা লাইল, ৯২:১৭-২১]

সুতরাং একনষিষ্ঠতা (ইখলাস) এবং বশ্বিস্ততা থাকতে হবে। এ গুণদুটি প্রকাশ পাবে একজন মুমনির আল্লাহর আদশে পালন, তাঁর নষিধে থেকে বরিত থাকা, তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, অক্ষমতা ও অলসতা ত্যাগ করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সংযম অবলম্বন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন- “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং যারা সত্যবাদী (কথা ও কাজে) তাদের সঙ্গতে থাকো।” [সূরা তাওবাহ, ৯:১১৯]

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইত্তবো (অনুসরণ) করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বধিান (শরয়িত) অনুযায়ী ইবাদত পালন করবে। মাখলুকরে মনমত অথবা নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে আল্লাহর ইবাদত করবে না। এটাই হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইত্তবো বা অনুসরণের মর্মার্থ। সুতরাং একনষিষ্ঠতা, বশ্বিস্ততা বা অকপটতা এবং ইত্তবোয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ তিনটি উবুদয়িয়াহ বা আল্লাহর

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দাসত্বের অনবির্ষ উপসর্গ। এ তিনটির সাথে যা কিছু সাংঘর্ষিক সেগুলো ‘মানুষের দাসত্ব’। রিয়া বা লৌকিকতা ‘মানুষের দাসত্ব’। শরিক ‘মানুষের দাসত্ব’। আল্লাহর নরিদশে ত্যাগ করে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা ‘মানুষের দাসত্ব’। এভাবে যে ব্যক্তিতার খয়োলখুশকি আল্লাহর আনুগত্যের উপরে প্রাধান্য দেবে সে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং সরল পথ (সরিতুল মুস্তাকীম) থেকে ছটিকে পড়বে। তাইতো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন, “দনিার ও দরিহামের পূজারি ধবংস হোক। ধবংস হোক কারুকাজের পোশাক ও মখমলের বলিসী। যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় সে সন্তুষ্ট থাকবে; আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে মুখ খুবড়ি পড়ুক অথবা মাথা খুবড়ি পড়ুক। সে কাটা বর্দি হলে কটে তা তুলতে না পারুক।”

“আল্লাহর দাসত্ব” ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদিকে শামলি করে। সুতরাং বান্দা তার রবকে ভালোবাসবে, তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে, তাঁর সওয়াব ও করুণার প্রত্যাশায় থাকবে। এই তিনটি আল্লাহর দাসত্বের মৌলিক উপাদান।

আল্লাহর দাস হওয়া বান্দার জন্য সম্মানজনক; অপমানকর নয়। কবি বলছেন,

আপনার সম্বোধন ‘হে আমার বান্দারা’ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পরে এবং আহমাদকে আমার নবী মনোনীত করতে আমার মর্যাদা আরো বড়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আমি আকাশের নক্ষত্রকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে চলছি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)